বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)

বর্ষ-০৬ সংখ্যা-০১
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বিএফআরআই-এর কারিগরি কমিটির ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর কারিগরি কমিটির ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কারিগরি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান। উক্ত কারিগরি কমিটির ২৩তম সভায় এর সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. ছায়ফুল্লাহ, সদস্য পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা; অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন, ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার, বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম বন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম; ড. মোহাম্মদ মোস্তফা, পরিচালক, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, চট্টগ্রাম; জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম; ড. এ এস এম হারুনুর রশীদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম; অধ্যাপক ড. জেরিন আকতার, পরিচালক, ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; জনাব মো. মোকছেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম; অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; জনাব এ কে এম জীসম উদ্দিন, পরিচালক, এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ইন বাংলাদেশ, ঢাকা এবং বিএফআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অত্র ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন, বার্ষিক গবেষণা কর্মসূচি

কারিগরি কমিটির ২৩তম সভায় বিএফআরআই-এর পরিচালকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

প্রণয়নের পূর্বে বিভিন্ন ভোক্তাগোষ্ঠীর নিকট হতে প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে চলতি বছরে ভোক্তাশ্রেণি এবং সার্বিক বিবেচনায় অত্র ইনস্টিটিউটের গবেষকবৃন্দ কর্তৃক বাস্তব ও মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে ২৮টি নতুন গবেষণা স্টাডির প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয় এবং বিএফআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ৪টি গবেষণা স্টাডির মেয়াদকাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও কিছু তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন বিধায় গবেষণা স্টাডির মেয়াদ বর্ধিতকরণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। কারিগরি কমিটির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য সভাপতি অত্র ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দারকে অনুরোধ করেন। উপস্থাপিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা হয় ও কিছু পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং সংশোধন করা সাপেক্ষে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় কারিগরি কমিটির সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কাঠ শনাক্তকরণ, কেন করবেন ?

মানবজাতির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্বালানি থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র, নৌকা, রেলের স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি, কৃষি যন্ত্রপাতি, খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম, কাগজ প্রভৃতি কাঠ থেকেই তৈরি হয়। তাই কাঠ আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কাজেই কাঠের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহারের জন্য সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ প্রয়োজন। গ্রিক শব্দ জাইলোজ থেকে জাইলেরিয়াম শব্দের উদ্ভব যার অর্থ হলো কাঠ। তাই জাইলেরিয়াম অর্থ হলো কাষ্ঠ সংগ্রহশালা। এখানে কাষ্ঠ নমুনাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্তরে স্তরে তথ্য সন্নিবেশ করে সাজিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জাইলেরিয়ামটি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জাইলেরিয়ামটি দেশের একমাত্র কাঠের নমুনা পরীক্ষাগার ও কাঠের সংগ্রহশালা এবং কাঠের এনাটমিক্যাল গবেষণার জন্য একটি প্রধান কেন্দ্র। কাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদ। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাঠকে সাধারণত টিম্বার বলা হয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রায় ৭০-৮০ টি প্রজাতির কাঠ টিম্বার হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হয়। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠের রং এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য একই রকম দেখালেও এদের অভ্যন্তরীণ গঠনে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের পূর্বে সঠিকভাবে কাঠ শনাক্ত করে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।

বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠের অভ্যন্তরীণ গঠনশৈলীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কাঠের উপযুক্ততা নির্ণয় করা হয়। কাঠের উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন : নির্মাণ সামগ্রী, রেলের স্লীপার, প্লাইউড ও ভিনিয়ার, আসবাবপত্র, বাস-ট্রাকের বডি, ক্রীড়া সামগ্রী, প্যাকিং কেস এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে কাঠ শনাক্তকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য কাঠের সঠিক প্রজাতি নির্বাচন করতে সহায়তা করে। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরির সময় কাঠ মিস্ত্রী বা কাঠ ব্যবসায়ীর সহয়োগিতায় কাঠ শনাক্ত করে থাকে। কিন্তু এই শনাক্তকরণ পদ্ধতির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আমাদের দেশে কিছু কাঠ ব্যবসায়ী একই রঙের উন্নতমানের কাঠের সাথে নিম্নমানের কাঠ মিশিয়ে বিক্রি করে থাকেন। ফলে ভোক্তাগোষ্ঠী আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অপরদিকে বার বার কাঠ ব্যবহারের ফলে বনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। কাজেই সঠিক কাজে সঠিক প্রজাতির কাঠ ব্যবহারের জন্য একমাত্র লাগসই পদ্ধতি হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ।

সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কাঠ বিভিন্ন ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের গঠন, কৌশল, বিন্যাস এবং

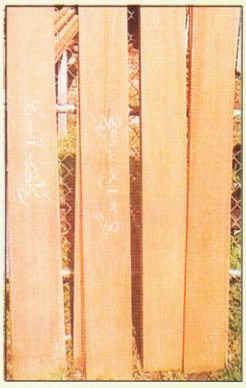

চেরাইকৃত কাঠ

জাইলেরিয়ামে সংরক্ষিত কাষ্ঠ নমুনা

বিভিন্ন রং এর কাঠ

হ্যান্ড লেন্স নাইফ

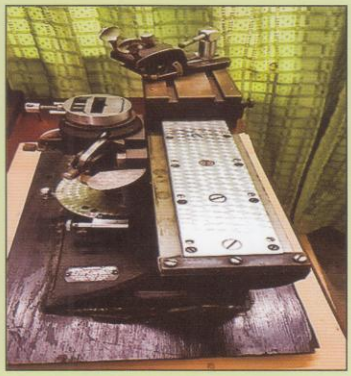

মাইক্রোটম মেশিন

মাইক্রোস্কোপ

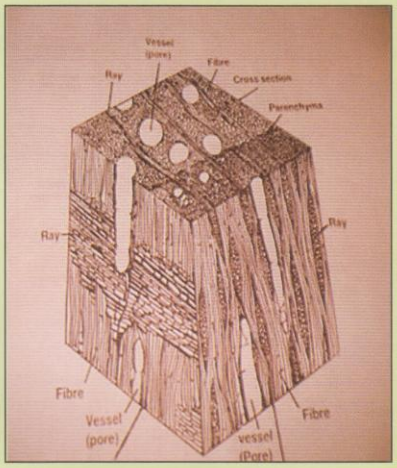

কাঠের অভ্যন্তরীণ ত্রিমাত্রিক গঠন

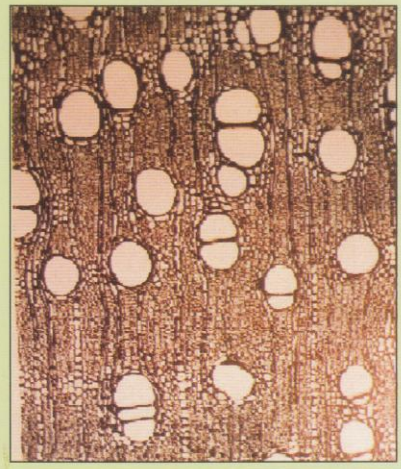

কাঠের অভ্যন্তরীণ গঠন

পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাঠের অভ্যন্তরীণ গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয়। কাঠের রং পরিবর্তনশীল হলেও এদের অভ্যন্তরীণ গঠন কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের জাইলেরিয়ামটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতির কাঠ চিহ্নিত করে থাকে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণে সহায়তা ও সরকারকে রাজস্ব দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এখানে চিহ্নিত প্রতিটি কাঠের প্রজাতি পরীক্ষার জন্য ৫০০/- টাকা এবং অপরিচিত প্রতিটি কাঠের প্রজাতির জন্য ২০০০/- করে রাজস্ব প্রদান সাপেক্ষে কাঠ শনাক্তকরণ করা হয়ে থাকে। জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ বনের ৬৫০টি কাঠের নমুনা এবং বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর ২০টি দেশ থেকে আনীত ১৯টি প্রজাতির প্রায় ২০০০টি কাঠের নমুনা এখানে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া দেশীয় কাঠের প্রায় ২২০০টি পারমানেন্ট স্লাইড এই জাইলেরিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

এ ইনস্টিটিউট ছাড়াও দেশের অন্যান্য ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে উদ্ভিদ ও বনবিদ্যার ছাত্র/ছাত্রী এবং গবেষকগণ এই গবেষণাগারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কাঠ শনাক্তকরণ পদ্ধতিসহ কাষ্ঠ বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে জাইলেরিয়ামটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণের ফলে দেশের বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, কাঠের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরাসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এবং পরিবেশগত উন্নয়নে জাইলেরিয়ামটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

উৎস :-বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ।

ঠিক পথেই চলছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআরআই-এর পরিচালকসহ আলোচনায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. আরণ্যক ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও প্রকল্প পরিচালক ড. আব্দুল কুদ্দুস, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে বিএফআরআই-এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমানের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই-এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল কক্সবাজার এলাকার বসতবাড়ির জন্য উপযুক্ত গাছের চারা ও কলম উৎপাদন। আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ স্মৃতিচারণ করেন তিনি বিএফআরআই এ ১৯৭৭ সালে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তখন বিএফআরআই-এর সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগের কেওচিয়া রিসার্চ স্টেশনে কাজু বাদামের পরীক্ষামূলক চাষ করা হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন দেশি-বিদেশি (পাইন, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস) গাছ এবং বাঁশ ও বেতের পরীক্ষমূলক বাগান ছিল। এখান থেকেই পাহাড়ি এলাকায় লাগানো উপযোগী গাছ, বাঁশ ও বেত নির্বাচন করা হতো। বর্তমানে আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে কাজু বাদামের চাষ বাড়ছে। দেশে এবং বিদেশেও কাজু বাদামের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে উন্নতমানের চারা ও সহজ প্রসেসিং প্ল্যান্ট না থাকায় কাজু বাদাম শিল্পের প্রসার ঘটছে না। নীলফামারি জেলায় দুটি প্রসেসিং প্ল্যান্ট থাকলেও তাদের চাহিদানুযায়ী কাজু বাদাম পাওয়া যাচ্ছে না। কাজু বাদাম চাষের জন্য বিএফআরআই কাজু বাদামের সহজ কলম পদ্ধতি উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে কৃষকদের সহায়তা করতে পারে। কারণ বিএফআরআই-এর খুব উন্নতমানের প্রোপাগেটর ও গবেষণার সকল প্রযুক্তি রয়েছে। কাজু বাদামের চারা সহজলভ্য হলে আমাদের বসতবাড়িতে গাছ লাগানোর সময় কাজু বাদামাদের চারা লাগানোর বিষয়টি কৃষকেরা বিবেচনা করতে পারে। বিএফআরআই-এর পরিচালক মহোদয় কাজু বাদামের সহজ কলম পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা স্টাডি গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

এছাড়া বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট মাতৃবৃক্ষ হতে বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় গাছের বীজ সংগ্রহ করে থাকে এবং এ বীজ দিয়ে চারা উত্তোলন করে। এছাড়াও বিএফআরআই বিভিন্ন নার্সারিকে ভালো মানের চারা উত্তোলন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক কক্সবাজার এলাকায় বসবাসকারী আরণ্যক ফাউন্ডেশনের সুবিধাভোগীদের বসতবাড়িতে বাঁশ, বেত, বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় গাছের চারা লাগানো ও বীজ প্রদানের জন্য বিএফআরআই-এর পরিচালক মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করেন। এব্যাপারে পরিচালক মহোদয় সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্তমানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বনের ইকোসিস্টেম সার্ভিস নিয়ে গবেষণা। আমাদের প্রতিটি বনের ইকোসিস্টেম সার্ভিস নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। বিএফআরআই মীরেরসরাই বনাঞ্চলের ইকোসিস্টেম সার্ভিস নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে এবং এসব তথ্য নিয়ে একটি প্রকাশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সিলেট অঞ্চল ছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আগর গাছ লাগানো হচ্ছে কিন্তু এগুলো সঠিকভাবে নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। তবে বিএফআরআই অধিক আগর নিষ্কাশনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে কাজ করছে এবং একটি বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণ করতে চলেছে, যা খুবই আশাব্যঞ্জক। আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য বিএফআরআই এর পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন বনাঞ্চলে কাজ করার সময় অনেক গাছ সঠিকভাবে চেনা সম্ভব হয় না। তাই ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমিতে বনায়নের পূর্বে সেখানে কি ধরনের দেশীয় প্রজাতির গাছ ছিল তা স্টাডি করা প্রয়োজন। যেকোনো বনে বনায়নের পূর্বে সেখানে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছের চারা চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো প্রতিষ্ঠান বনায়নের আগে বনের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো চারার জরিপ করা প্রয়োজন। এতে শুধু বনায়নের ব্যয়ই কমবে না, বনের পরিবেশ ও প্রতিবেশও রক্ষা হবে। বিএফআরআই এর পরিচালক ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক বলেন বিএফআরআই বর্তমানে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ঠিক পথেই চলছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট। তিনি বিএফআরআই-এর গবেষণা কর্মকাণ্ডের সফলতা কামনা করেন।

পাহাড়ি অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে টেকসই ত্রিমাত্রিক মডেল

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে দেশের এক দশমাংশ জায়গা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এর উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বে বার্মার আরাকান পার্বত্য অঞ্চল, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, উত্তর পূর্বে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠা নির্মল প্রকৃতি, পাহাড়, নদী ও লেকবেষ্টিত দেশের বৈচিত্র্যময় জনপদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক স্বতন্ত্র অঞ্চল। দীর্ঘ যুগ ধরে পার্বত্য বনে বসবাস করা পাহাড়ি মানুষের সঙ্গে বনের সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্ঠ নয়, পারস্পরিক ও আধ্যাত্মিকও বটে। বাঙালি ও আদিবাসীদের প্রাণচাঞ্চল্যে এখানকার প্রকৃতিকে দিয়েছে এক নিবিড় বৈচিত্র্যের মেলবন্ধন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিসত্তাসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, ম্রো, লুসাই, বোম, মুরং, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং প্রভৃতি আদিবাসী রয়েছে। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এই তিন জেলার মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৫০২ বর্গকিলোমিটার এবং এর ৮০% এলাকাই পাহাড়ি। মুরং সম্প্রদায়টি বান্দরবানের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশি বান্দরবানে বসবাস করে থাকে। মুরং সম্প্রদায়ের লোকজন ১৪৩০ সালে মায়ানমার থেকে বান্দরবান পার্বত্য জেলার বনাঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। মুরং সম্প্রদায়টি চাকমা ও তঞ্চংগ্যা সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা সাধারণত খ্রিষ্ট ও ক্রামা ধর্মে বিশ্বাসী। এদের প্রধান পেশা হলো জুম চাষ। বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রত্যেক সার্কেল অনেকগুলো মৌজায় বিভক্ত থাকে এবং এই মৌজা প্রধানকে 'হেডম্যান' বলা হয়। আবার প্রতিটি মৌজা গঠন করা হয়েছে কয়েকটি পাড়া নিয়ে এবং প্রত্যেক পাড়া প্রধানকে বলা হয় 'কার্বারী'। প্রত্যেক মুরং পাড়ার পাশে একটি করে পাড়া রিজার্ভ রয়েছে। এই রিজার্ভগুলোর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মুরং জনগোষ্ঠী তাদের পাড়ার পাশে অবস্থিত পাড়া রিজার্ভগুলো তাদের সবার সম্পত্তি এবং তাদের ঐতিহ্যগত নিয়মানুসারে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কেউ ইচ্ছা করলে পাড়া রিজার্ভ থেকে গাছ কাটতে পারে না। স্কুল, গির্জা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নির্মাণের জন্য তার পাড়া রিজার্ভ থেকে গাছ কাটতে পারে। সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের ঘর তৈরি করার জন্য রিজার্ভ থেকে বাঁশ কাটতে পারে। কিন্তু বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাঁশ বা কাঠ কাটার অনুমতি নেই। যখন কারও ঘর তৈরির জন্য বাঁশ ও কাঠের প্রয়োজন হয়, তখন কার্বারির অনুমতি নিতে হয়। কারবারি সম্প্রদায়ের প্রবীণ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু কেউ অনুমতি ব্যতীত বাঁশ বা গাছ কাটলে জরিমানা দিতে হয়। কার্বারির নেতৃত্বে একটি পাড়া রিজার্ভ কমিটি আছে। তারা রিজার্ভের দেখাশোনা করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে পাড়া রির্জাভগুলো ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ঘরবাড়ি তৈরির জন্য পাড়া রিজার্ভ হতে অধিক পরিমাণে গাছ কাটা হচ্ছে। রিজার্ভ থেকে গাছ কাটার কারণে রিজার্ভ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে তাদের পানীয় জলের প্রধান উৎস ঝিরি/ঝরনাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। শুষ্ককালে তীব্র পানি সংকট দেখা দিচ্ছে। খাদ্য ও আবাসস্থল সংকটের কারণে অনেক প্রজাতির পাখি ও জীবজন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

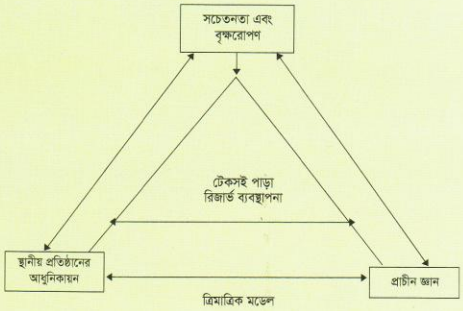

ত্রিমাত্রিক মডেল

তাদের পাড়া রিজার্ভ সংরক্ষণের সামাজিক রীতিনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি হ্রাস পাচ্ছে এবং বন সংরক্ষণে তাদের মধ্যে অনীহা দেখা যাচ্ছে। হর্টিকালচার শস্যের দাম বেশি পাওয়ায় কারণে লোকজন হর্টিকালচার ফসল চাষাবাদের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে। ফলে পাড়া রিজার্ভগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে পাড়া রিজার্ভের পুরানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রথমে কার্বারির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী পাড়া রিজার্ভ কমিটি গঠন করতে হবে। পাড়া রিজার্ভের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। গরু বা অন্য কোনো প্রাণী প্রবেশ করে পাড়া রিজার্ভের ক্ষতি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশেষ করে মার্চ-এপ্রিল মাসে জুমে চাষের জন্য আগুন দেওয়ার কারণে রির্জাভে আগুন লেগে যেতে পারে। আগুন যাতে না লাগে তার জন্য ফায়ার লাইন তৈরি করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি হ্রাস পাচ্ছে, পাড়া রিজার্ভ সংরক্ষণের জন্য তা শক্তিশালী করতে হবে। মাতৃবৃক্ষ কমে যাওয়ার ফলে রিজেনারেশনের হার কমে যাচ্ছে। এর জন্য পাড়া রিজার্ভের দেশীয় প্রজাতির চারা রোপণ করতে হবে। পাড়া রিজার্ভ সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে পুরুষ ও মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম-এর বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ পাড়া রিজার্ভে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ত্রিমাত্রিক মডেল উদ্ভাবন করেছে। যা বান্দরবান পার্বত্য জেলার এম্পুপাড়া পাড়া রিজার্ভে প্রয়োগ করে সফলতা অর্জিত হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে হেডম্যান ও কার্বারির নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ) প্রতি উপজাতিরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উপজাতিদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত জ্ঞান রয়েছে। এ সমৃদ্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে পাড়া রিজার্ভ পুনর্নির্মাণ ও সংরক্ষণ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। পাড়া রিজার্ভগুলো সংরক্ষণের জন্য ত্রিমাত্রিক মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে। এই মডেলের তিনটি উপাদান হলো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন, প্রাচীন জ্ঞান ও সচেতনতা। বান্দরবানের প্রতিটি উপজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও প্রাচীন জ্ঞান রয়েছে। সম্প্রদায়ের সকল সদস্যর ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও প্রাচীন জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু মডেলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সচেতনতার অভাব রয়েছে। প্রথাগত প্রতিষ্ঠান এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, অন্যান্য দুটি উপাদানকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। এই মডেল প্রয়োগে স্থানীয় জনগণের মধ্যে বৃক্ষের রিজেনারেশন সৃষ্টি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরি হবে। মডেলের তিনটি উপাদান স্থানীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

উৎস : বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত

শোক দিবসের আলোচনা সভায় পরিচালকসহ উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ১৫ আগস্ট ২০২০ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এ যথাযোগ্য মর্যদায় ইতিহাসের মহানায়ক, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সকাল ৮ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ভবনের সম্মুখ হতে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি শোকর‍্যালি বের হয়ে অফিস ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও বিএফআরআই এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক ড. রফিকুল হায়দার। উক্ত আলোচনা সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের নির্মম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। ঘাতকেরা এ কালো অধ্যায়ের অবতারণা করেছিল জাতির জনকের সোনার বাংলার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত করার জন্য। তিনি আরও বলেন দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে জেল-জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তারপরও দেশের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল ভালোবাসা। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য প্রত্যেককে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন। ইনস্টিটিউট এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মে আত্মনিবেদন করে জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়ার পথকে সুগম করার আহ্বান জানান। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন কোনো জাতি এত অল্প সময়ে এত রক্ত দিয়ে স্বাধীন হয়েছে এমন নজির পৃথিবীতে বিরল। বঙ্গবন্ধুর কারণে এবং বঙ্গবন্ধুর ডাকেই এটি সম্ভব হয়েছে। আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। জনগণের প্রতি জাতির পিতার যে ভালোবাসা, সম্মানবোধ ও মমত্ববোধ ছিল তা সকলের জন্য অনুকরণীয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং আদর্শ অনুসারে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা এ তিনটি শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বঙ্গবন্ধুর চেতনা, আদর্শ ও দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করলে এবং আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দোয়া মাহফিল সার্থক হবে। দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আহ্বান জানান।

শোক দিবসের র‍্যালিতে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী বৃক্ষসমূহ

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং এখানে জমির পরিমাণ খুবই কম। বনজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত মাথাপিছু আয়ও অনেক কম। কিন্তু আমাদের দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্ষের চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক পরিমাণে বৃক্ষ কর্তনের ফলে মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যদিও সরকার দ্রুতবর্ধনশীল গাছ রোপণ, সামাজিক বনায়ন, কৃষি বনায়ন এবং ন্যাড়া পাহাড়গুলো বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষের ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করছে। সমতলভূমি এবং শুধু পাহাড়ি অঞ্চলে এই কার্যক্রমগুলো চলমান রয়েছে। কিন্তু দেশের নিম্নাঞ্চলে এধরনের কোনো কার্যক্রম বিদ্যমান নাই। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭.৯ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাজুড়ে নিম্নভূমি রয়েছে। প্লাবনের গভীরতা ও প্লাবনের সময়ের উপর নির্ভর করে অনেক বৃক্ষ নিম্নাঞ্চলে জন্মে থাকে। সেজন্য প্লাবনভূমির নিম্নাঞ্চল এলাকায় বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী সঠিক প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের প্রায় আট মিলিয়ন হেক্টর ভূমির অর্ধেকেরও বেশি অংশ বর্ষাকালে পানির নিচে থাকে। সাধারণত এই জাতীয় ভূমিতে কোনো প্রাকৃতিক বনভূমি নেই। নিম্নাঞ্চলগুলোর একটি অংশ বিশেষ করে নদীর পাড়, খাল, বিল ও হাওড় ইত্যাদি জায়গাগুলো গাছ রোপণের জন্য উপযুক্ত। সঠিক বৃক্ষ প্রজাতি এবং নির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচনের উপর বনায়নের সাফল্য নির্ভর করে থাকে। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে কোনো ধরনের বৃক্ষপ্রজাতি রোপণের জন্য উপযোগী সে ধরনের কোনো তালিকা নেই। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম হতে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত "Trees for Low-lying Areas of Bangladesh" নামক বইটিতে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী ৩৫টি পরিবারের অধীনে ১৮১টি বৃক্ষের তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং এদের সংক্ষিপ্ত উদ্ভিদতাত্ত্বিক বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এই বইটিতে প্রতিটি প্রজাতির ছবি, স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, কোন মাটিতে জন্মে, কোন জেলায় বেশি জন্মে, বংশবিস্তার এবং কাঠের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যে কেউ চাইলে উক্ত বইয়ের সাহায্যে দেশের নিম্নাঞ্চলগুলোতে লাগানো উপযোগী সঠিক প্রজাতির গাছ চিহ্নিত করতে পারবে এবং দেশের বৃক্ষের চাহিদা স্বল্প পরিসরে হলেও পূরণ করতে সক্ষম হবে।

উৎস : বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ।

ফেলনাকৃত চা-গাছ থেকে পার্টিকেল বোর্ড তৈরি

চা *(Camellia sinensis)* বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল। সাধারণত উঁচু ও পাহাড়ি অঞ্চলে চা চাষ করা হয়। বাংলাদেশে প্রায় ১৬৬টি চা বাগান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পরে পুরাতন চা গাছ থেকে উন্নতমানের চা পাতা পাওয়া যায় না, তাই পুরাতন চা গাছকে উপড়ে ফেলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উপড়ে ফেলা চা গাছ থেকে পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করার মাধ্যমে নিরেট কাঠের উপর চাপ কমবে ও বনজ সম্পদ রক্ষা পাবে। উপড়ে ফেলা চা গাছ থেকে পার্টিকেল বোর্ড তৈরির গবেষণার জন্য কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ, ফটিকছড়ির নেপচুন চা বাগান থেকে ফেলনাকৃত চা গাছ সংগ্রহ করে। এরপর মেশিনের সাহায্যে ফেলনাকৃত চা গাছগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরা করা হয়। টুকরাগুলোকে ১০-১২% আর্দ্রতায় শুকানো হয় এবং হ্যামার মিল মেশিনের সাহায্যে চিপস্ (কুঁচি) প্রস্তুত করা হয়।

উপড়ে ফেলা চা গাছ

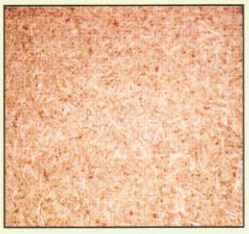
তৈরিকৃত পার্টিকেলবোর্ড

প্রস্তুতকৃত চিপসগুলোকে ৫% আর্দ্রতায় শুকানো হয়। প্রাপ্ত চিপস্ এর সাথে তরল ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড গ্লু (আঠা) মিশিয়ে ১৪০০ সে. তাপমাত্রায় হটপ্রেস মেশিন এর সাহায্যে তিন ধাপে চাপ প্রয়োগ করে (যেমন: ৬ মিনিট ৫০০ পিএসআই, ৪ মিনিট ২০০ পিএসআই ও ২ মিনিট ১০০ পিএসআই) পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করা হয়। তৈরিকৃত পার্টিকেল বোর্ড এর ভৌতিক ও যান্ত্রিক শক্তি নির্ণয় করা হয়। কাঠের বিকল্প হিসাবে উপড়ে ফেলা চা গাছ থেকে তৈরিকৃত পার্টিকেল বোর্ড আসবাবপত্রের অংশ, পার্টিশান এবং সিলিং তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এতে বনজ সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বনের উপর চাপ কমবে।

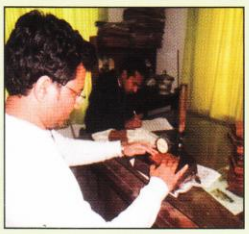
ভৌত শক্তি নির্ণয়

যান্ত্রিক শক্তি নির্ণয়

উৎস : কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ।

বিএফআরআই এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. মো. মাসুদুর রহমান। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে প্রথম কোয়ার্টারের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতির সম্মতিক্রমে সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী প্রথম কোয়ার্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং নৈতিকতা কমিটির আহ্বায়ক ড. রফিকুল হায়দার। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম; বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম; সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাহবুবুর রহমান; সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগরে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মিসেস নসরত বেগম; বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন; বন রক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. আহসানুর রহমান; বন ইনভেন্টরি বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব নুসরাত সুলতানা এবং সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব অসীম কুমার পালসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী কার্যক্রমের ১.১ থেকে ১৩.৩ পর্যন্ত প্রথম কোয়ার্টারের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে করে অর্জিতমান অর্জন করা সহজ হয়। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : ড. মো. মাসুদুর রহমান	- পরিচালক	ড. রফিকুল হায়দার	- বিভাগীয় কর্মকর্তা
মো. জাহাঙ্গীর আলম	- আহ্বায়ক	অসীম কুমার পাল	- সদস্য সচিব
মো. মতিয়ার রহমান	- সদস্য	এয়াকুব আলী	- সদস্য
ছৈয়দুল আলম	- সদস্য		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd
ফোন : ০৩১-৬৮১৫৭৭, ৬৮১৫৮৬, ২৫৮০৩৮৮